করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৮

(১)ভাই ও বোনেরা, মেসিডোনিয়ার ইমানদার-দলগুলো আল্লাহর কাছ থেকে যে রহমত পেয়েছে, সেই বিষয়ে আমরা তোমাদেরকে জানাতে চাই; (২)কারণ দুঃখ-কষ্টের সময়ে তাদের প্রচুর আনন্দ এবং চরম অভাবের সময়ে তাদের দানশীলতায় ধন-সম্পদে উপচে পড়েছিলো। এমন নিদারুণ অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যেও তাদের আনন্দ এমনভাবে উথলে উঠেছে যে, সীমাহীন অভাবের মাঝেও তারা খোলা হাতে দান করেছে।

(৩)আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা সেচ্ছায় নিজেদের সাধ্যমতো, এমনকি সাধ্যের অতিরিক্তও দান করেছে, (৪)মুমিনদের খেদমত করার এই সুযোগ পাবার জন্য তারা আমাদের কাছে আন্তরিক ভাবে অনুরোধ করেছিলো- (৫)আর আমরা যেমন আশা করেছিলাম, সেভাবে নয়; প্রথমে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর হাতে এবং পরে আল্ল¬াহর ইচ্ছামতো আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, (৬)তাই আমরা হযরত তিত র.কে অনুরোধ করলাম, যেনো তিনি আগে এই কাজ শুরু করেছেন, তেমনি এখন তোমাদের মধ্যে এই দানের কাজ সম্পন্ন করেন।

(৭)তোমরা যেমন সবকিছুতেই শ্রেষ্ট- ইমানে, বক্তৃতায়, জ্ঞানে, পরিপূর্ণ আগ্রহে এবং আমাদের প্রতি মহব্বতে- তেমনি তোমরা যেনো এই দান ও উদারতার কাজে শ্রেষ্ঠ হও, এটাই আমাদের চাওয়া।

(৮)একথা আমি আদেশ হিসেবে নয় বরং অন্যদের আন্তরিকতার সংগে তুলনা করে তোমাদের মহব্বত কতোখানি খাঁটি তা যাচাই করে দেখার জন্যই বলছি।

(৯)তোমরা তো আমাদের হযরত ইসা মসিহের উদারতার কাজের কথা জানো, নিজে ধনী হয়েও তিনি তোমাদের জন্য গরিব হলেন, যেন তাঁর গরিব হওয়ার মধ্য দিয়ে তোমরা ধনী হতে পারো। (১০)এবং এই ব্যাপারে আমি আমার পরামর্শ দিচ্ছি, এতে তোমরা উপকৃত হবে- গত বছর তোমরা যে কেবল কিছু করতে শুরু করেছিলে তা নয় বরং কিছু করার জন্য সিদ্ধান্তও নিয়েছিলে।

(১১)এখন সেই কাজ শেষ করো; সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে তোমাদের যে আগ্রহ ছিলো, সেই একই আগ্রহ নিয়ে তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো কাজটি সমাপ্ত করো।

[১২]কারণ দেবার আগ্রহ যদি থাকে, তাহলে যার যা আছে, সেই হিসেবেই তার দান কবুল হয়, যার যা নেই, সেই হিসেবে নয়।

[১৩]আমি চাই না যে, অন্যদের অভাব ঘোচাতে গিয়ে তোমরা কষ্টে পড়ো বরং এক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য থাকাই ভালো।

[১৪]এখন তোমাদের বাড়তি সম্পদে ওদের অভাব মিটুক, যাতে ওদের বাড়তি সম্পদ একদিন তোমাদের অভাব মেটাতে পারে; যাতে ন্যায্য ভারসাম্য থাকে।

[১৫]আসমানি কিতাবে লেখা আছে, "যার অনেক ছিলো, তার কিছুই অতিরিক্ত হলো না আর যার সামান্য ছিলো, তারও অভাব হলো না।"

[১৬]তোমাদের জন্য আমার হৃদয়ে যে আগ্রহ আছে, সেই একই আগ্রহ আল্লাহ হযরত তিত র. এর হৃদয়েও জাগিয়ে তুলেছেন, আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

[১৭]কারণ তিনি যে কেবল আমাদের অনুরোধ রেখেছে তা-ই নয়, বরং গভীর আগ্রহী হয়ে নিজের ইচ্ছায় সে তোমাদের কাজে যাচ্ছেন।

[১৮]আমরা তার সংগে আরো এক ভাইকে পাঠাচ্ছি, যিনি সমস্ত ইমানদার দলের কাছে সুখবর প্রচারের জন্য বিখ্যাত; [১৯]শুধু তাই নয়, আল্লাহর মহিমা প্রকাশ ও আমাদের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে আমরা যে মহৎ দানের ব্যবস্থা করছি, সেই কাজে আমাদের সফরসঙ্গী হিসেবে ইমানদার-দলগুলো তাকে মনোনীত করেছে।

[২০]আমরা চাই, এই যে উদার দানের ব্যবস্থা করার জন্য কেউ যেনো আমাদের কাজের জন্য কেউ দোষারোপ করতে না পারে, [২১]কারণ কেবল আল্লাহর দৃষ্টিতে নয় বরং মানুষের দৃষ্টিতেও যা কিছু সঠিক তা করতে চাই।

[২২]তাদের সংগে আমরা আমাদের সেই ভাইকে পাঠাচ্ছি, যাকে আমরা অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি, অনেক বিষয়ে বিষয়ে আগ্রহী বলে মনে করেছি. কিন্তু তোমাদের ওপর তার গভীর বিশ্বাসের কারণে সে এখন সে এখন আগের চেয়ে আরো বেশি আগ্রহী।

[২৩]হযরত তিত র. এর ব্যাপারে আমার কথা হলো- তোমাদের খেদমতের ব্যাপারে সে আমার সহকর্মী, এবং অন্য ভাইদের ব্যাপারে আমার কথা হলো- তারা ইমানদার-দলগুলোর সংবাদবাহক এবং মসিহেরই গৌরব।

[২৪]সুতরাং, প্রকাশ্যে ইমানদার-দলগুলোর সামনে তোমাদের মহব্বত ও তোমাদেরকে নিয়ে আমাদের গর্বের মহব্বতের প্রমাণ তুলে ধরো।